সংস্কৃত সাহিত্যে আর একটি অনাদৃতা আছে। এই অনাদৃতাটি কে লেখক কেন অনাদৃতা বলে মনে করেছেন তা লিখ।

কারণ উপেক্ষিতা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি চরিত্রকে উপেক্ষিতার পর্যায়ে রেখেছেন তার মধ্যে বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যের উপেক্ষিতা নারী পত্রলেখা অন্যতম। বাণভট্টের সংস্কৃত গদ্য কাব্য কাদম্বরীর একটি গৌণ চরিত্র পত্রলেখা। কাদম্বরীর নায়িকা কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা, নায়ক চন্দ্রাপীড়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যে যথাক্রমে রামায়ণের উর্মিলা, অভিজ্ঞান শকুন্তলার অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা এবং কাদম্বরীর কাহিনীর পত্রলেখা— এই চার জন কাব্য উপেক্ষিতাদের মধ্যে পত্রলেখাকে কবি অনাদৃতা বলেছেন।

সংস্কৃত সংস্কৃত কাব্য সমূহ মন্থন করলেও পত্রলেখার মতো একটি অদ্ভুত সম্পর্কযুক্ত নারী চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের সখা এই অতীব যৌবনা লাবণ্যময়ী তরুণীর সম্পর্ককে আমাদের প্রাত্যহিক সংসারে নারী-পুরুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্পর্কগুলি প্রচলিত হয়েছে কোনোদিক থেকে তা অনুসারী নয়। রবীন্দ্রনাথ পত্রলেখার নারীত্বের অবস্থান সম্পর্কে সংযত ভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন—

"পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোনোদিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সদাহৃত পর্দার একটি প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না।"

কাদম্বরীর চন্দ্রাপীড়ের অন্যতম সখী, চন্দ্রাপীড়ের রাজা বিলাসবতীর নির্দেশ ছিল পত্রলেখাকে সে যেন কিন্নরের মতো, স্ত্রী-হৃদয়ের মতো এক কাঞ্চনকান্তি সহচরীর মতন নিজের ও অঙ্কুশ কঠিন বাহিনী হিসেবে নিযুক্ত করে।

কবি বাল্মীকিও যেন সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। তাই পত্রলেখা তার পূর্ব জীবন নিয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং চন্দ্রাপীড়ের আচার্য থাকলেও নারী পুরুষের স্বাভাবিক পরিণতি সেখানে সম্ভব হয়নি, রবীন্দ্রনাথের কথায় –

"পত্রলেখা নারী বটে, পরন্তু নিতান্ত নহে, কিংবদন্তীও নহে, পুরুষের সহচরী। এই প্রকার অপরূপ সখীত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মত।"

– তাই পত্রলেখার নারী হৃদয়ের তৃষ্ণার সংবাদ পাঠককে না দিয়ে কবি তাকে কেবল উপেক্ষা করেননি, অপমানিত করেছেন।

পত্রলেখা রাজপুত্রীর, পরাজিত পুণ্ডরীকের কন্যা। রবীন্দ্রনাথ পত্রলেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন– "অনতি যৌবনা, সঙ্গিনী ইন্দ্রগোপকীটের মত রক্তাম্বরের অবগুণ্ঠন, ললাটে চন্দন তিলক, কটিতে হেমমেখলা, কোমল তনু লতার প্রত্যেক রেখাটি যেন মধ্য নন্দন অঙ্কিত।"

– রাজাজ্ঞার নির্দেশে যে শিষ্যের ন্যায় পরিপালিত হয়েছে। পুরুষের সহচরী পত্রলেখা। কিন্তু পুরুষের সহচরী নারীর ভূমিকা নারী পুরুষের জীবনে কী তাৎপর্য বহন করে? নারীত্ব ধর্ম বজায় থাকে – এ প্রশ্নও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।

যদি নারীত্ব বজায় থাকে তবে তা কেমন করে সম্ভব। কারণ এ কথা অস্বীকার করা যায় না, নব যৌবন কুমার কুমারীর মধ্যে এক দুর্নিবার আকর্ষণ বিদ্যমান। যে কোনো দিন যেকোনো মুহূর্তে দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী বালু বেলাভূমি দুকূলের যে কোনো এককূলকে অতিক্রম করে যেতে পারে, এই স্বাভাবিক। কিন্তু কাদম্বরীর কাহিনীতে এরকম কিছুই ঘটে না।

P.T.O

কোনো একটা অপরাধ করার পরে সেটিকে পাপ বলে মনে হয় না।

অথচ চন্দ্রাপীড়-পত্রলেখার সম্পর্কের মধ্যে লেখকের আড়াল নেই। দিন-রাত্রি সর্বক্ষণ ইন্দ্রায়ুধ, তাহলে সে চাঁদের মত রাজপুত্রের পাশে পাশে থাকে, তার প্রতি চন্দ্রাপীড়ের প্রীতিও ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সম্পর্কে নারী আর পুরুষের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এতে আছে নারীর প্রতি ইন্দ্রিয়ের টান, অবহেলার ভাব।

চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে পত্রলেখার লেখকের অনাবিল প্রীতি, দিক বিজয় যাত্রাকালে হস্তী পৃষ্ঠে পত্রলেখাকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুত্র আসন গ্রহণ করেন, শিবিরে রাত্রিকালে রাজপুত্র যখন অলস মুহূর্তে সময়ের সদ্ব্যবহার, তখন পত্রলেখা নিদ্রা যান। কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের প্রণয় দেখলে তখন পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের কাছের বাইরে অবস্থান করে। পত্রলেখার প্রতি কাদম্বরীর ঈর্ষার আতিশয্য নেই, বরং চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে প্রীতি সম্বন্ধে আবদ্ধ বলে কাদম্বরী তাকে প্রিয় সখী বলে সম্বোধন জানিয়েছে। পত্রলেখার সঙ্গে প্রেমের উচ্ছ্বসিত অমৃত পান চলে। কিন্তু তার শরীরে বা মনে কোনো প্রতিক্রিয়া জাগে না।

এছাড়া চন্দ্রাপীড়ের অভিনয় সম্ভোগ, আলিঙ্গন কোনো কিছুতেই নারীধর্মের প্রতিক্রিয়া হয় না। তবু দুবারই বাণভট্ট নারীত্বের চরম অবমাননা করেছেন। কাদম্বরী মহাশ্বেতাকে দিয়ে বাণভট্ট এই কাজ করিয়েছেন যা পত্রলেখাকে লাগে নি। তাই বাণভট্টের কল্পনা ফুটে উঠল অতিপ্রাকৃত রাজকন্যার প্রতি। তাই কাদম্বরী পাঠ করলে সমস্ত নারীর কথা বর্ণনা করলেও পত্রলেখা রয়ে যায় উপেক্ষিতা।